জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদের অবস্থান ● আমাদের সময়

শিক্ষকদের পদযাত্রায় পুলিশের বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার দাবিতে সচিবালয় অভিমুখে শিক্ষকদের পদযাত্রা পুলিশি বাধায় পণ্ড হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থানরত শিক্ষকরা সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। পল্টন মোড় ঘুরে তাঁরা প্রেসক্লাবের পাশের সড়ক দিয়ে সচিবালয়ের দিকে যাওয়া চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। সেখানে পুলিশ ও শিক্ষকরা মুখোমুখি অবস্থান নেন। 'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐক্য পরিষদ' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে শিক্ষকরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

অন্যদিকে পাঁচ দফা দাবি আদায়ে দুপুর ২টার দিকে যমুনা অভিমুখে লংমার্চ করার সময় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কদম ফোয়ারায় ব্যারিকেড দেয় পুলিশ। প্রতিবাদে শিক্ষকরা প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় বসে পড়েন। তাদের অবরোধের কারণে ওই এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ৪০ মিনিট ধরে রাস্তা অবরোধ রাখার পর পুলিশ শিক্ষকদের সরিয়ে দিতে গেলে দুই পক্ষের ধস্তাধস্তি হয়। এ সময় কয়েকজন আহত হন। পরে তারা ফের প্রেসক্লাবে ফিরে যান। এরপর শিক্ষকদের ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় যায়। এ দলে ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদের সভাপতি মো. ইলিয়াস রাজ, মুখ্য সমন্বয়ক গাউসুল আজম শীমু, সাধারণ সম্পাদক মোছা. রিমা খাতুন, সমন্বয়ক এমএ সালাম, মো. আসাদুজ্জামান, অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসাইন এবং জীবন কৃষ্ণ দেবনাথ।

এমপিওভুক্তির দাবি

রাস্তায় বসে পড়লেন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষকরা

শিক্ষকদের ৫ দাবি হলো– অনতিবিলম্বে সব বিশেষ (অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি সুনিশ্চিত করতে হবে; সব বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে; বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি ৩ হাজার টাকা নিশ্চিত করতে হবে; শিক্ষার্থীদের মিড-ডে মিলসহ উচ্চ উপকরণ, খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রদান ও থেরাপি সেন্টার বাস্তবায়ন করতে হবে; ছাত্র-ছাত্রীদের ভোকেশনাল শিক্ষা কারিকুলামের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সব চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্ধারিত কোটা সুনিশ্চিত করতে হবে।

'নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐক্য পরিষদ'-এর সাংগঠনিক সমন্বয়ক অধ্যক্ষ মুনিমুল হক বলেন, গত রমজান মাসে আমরা নন-এমপিও প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ১৭ দিনের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি। ওই সময় শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন। সে আশ্বাস আলোর মুখ দেখেনি। এদিকে বেতন-ভাতা না পাওয়া নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সরকারকে এমপিও নীতিমালা ও পরিপত্রের অসম খেলা বন্ধ করে সব নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার আহ্বান জানাই।